দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত রোবট 'মিরা'

প্রকাশ : ১৮ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভার : গতকাল গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবট মিরার গুণাবলী প্রদর্শন করা হয় –ইত্তেফাক

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ছয় শিক্ষার্থী কর্তৃক উদ্ভাবিত রোবট 'মিরা'র প্রদর্শনী গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (চলতি দায়িত্ব) অধ্যাপক ডা. লায়লা পারভীন বানু প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মনসুর মুসা ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. করম নেওয়াজ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের বিভিন্ন সেমিস্টারের ছয় শিক্ষার্থী মোবাইল অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট রোবট ফর অ্যাডভান্সড অ্যাসিস্ট্যান্স (মিরা) নামের রোবটটি তৈরি শুরু করেন ২০১৯ সালের ২০ জুলাই। প্রায় আড়াই মাসের পরিশ্রম শেষে তারা মানবাকৃতির রোবটটি তৈরি করতে সক্ষম হন। বর্তমানের এটি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে এবং বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। ব্যবহারকারীর ই-মেইল পাঠানো, ফেসবুক নোটিফিকেশন দেখা, কারো পছন্দের গান বাজানো, নির্দিষ্ট কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, দৈনিক ও আগাম আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানিয়ে দেওয়া, সময় ও তারিখ জানানোসহ বিভিন্ন ধরনের ভার্চুয়াল কাজ করতে পারে। ভার্চুয়াল কাজের পাশাপাশি শারীরিক কাজেও দক্ষ এটি। আঙুল, কনুই, কাঁধ, ঘাড়, মাথাসহ বিভিন্ন অঙ্গ নাড়াতে পারে। হ্যান্ডশেক করা, কফির কাপ ধরে রাখাসহ আরো বেশকিছু কাজে পটু এটি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের গেম খেলতে এবং কৌতুক শোনাতেও পারে মিরা। রোবট মিরার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য মনে রেখে পরবর্তীকালে সে অনুযায়ী কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারে। 'রোবট মিরা' তৈরির দলনেতা মোহাম্মদ রিফাত জানান, এটি এখনো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আরো অনেক দক্ষতা যুক্ত করা হচ্ছে।